সমকামিতা প্রসঙ্গে

অর্ণব দত্ত

****

বিশ্বব্যাপী সমকামীরা একপ্রকার ঘৃণা ও বঞ্চনার শিকার হন। তার প্রধান কারণ সমকাম সম্পর্কে ধর্মশাস্ত্রগুলির অযৌক্তিক নিষেধাজ্ঞা ও মানুষের সমকাম সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা। অথচ আধুনিক বিজ্ঞানের মতে সমকামিতা কখনই প্রকৃতির বিরুদ্ধাচারণ নয়। সমপ্রেমে সন্তানোৎপাদন হয়তো স্বাভাবিক পদ্ধতিতে সম্ভব নয়, কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে সে প্রেমে প্রেম থাকে না, বা সমকামী মাত্রই শরীরস্বর্ব্বস্ব ব্যভিচারী। বর্তমান প্রবন্ধে আমি তাই বিজ্ঞান ও যুক্তির সাহায্যে সমকামিতাকে দর্শানোর চেষ্টা করেছি।

****

সমকামিতা কি? বিশ্বের বৃহত্তম অনলাইন বিশ্বকোষ উইকিপেডিয়ায় সমকামিতা বা Homosexuality-এর সংজ্ঞায় লিখেছে, "Since its coining, the term homosexuality has acquired multiple meanings. In the original sense, it refers to a sexual orientation characterized by aesthetic attraction, romantic love, and sexual desire exclusively for members of the same sex or gender identity. It can also refer to the manifestation of that orientation in the identity of an individual, which may or may not be at odds with that person's sexual behavior. Finally, it can refer to sexual relations with another of the same sex regardless of one's sexual orientation, self-identification or gender identity."

দেখা যাচ্ছে সমকামিতা শুধু যৌন প্রবৃত্তি (sexual orientation) দিয়ে নির্ধারিত হয় না। তার সাথে জড়িয়ে রয়েছে প্রেমসৌন্দর্যবোধও। শেক্সপীয়রের সনেটগুচ্ছ বা মাইকেলএঞ্জেলোর ডেভিডের মর্মরমূর্তি তার বাস্তব প্রমাণ।

সমকামিতা প্রসঙ্গে সকল কুসংস্কারের মূলে যে সব ভ্রান্ত ধারণাগুলি সর্বাপেক্ষা কার্যকর তার মধ্যে একটি হল, সমকামিতাকে যৌন প্রবৃত্তি হিসাবে একটি পছন্দ বা choice মনে করা। Time পত্রিকার বিগত একটি সংখ্যায় প্রকাশিত মাইকেল ডি. লেমনিকের লেখা একটি প্রতিবেদন এ প্রসঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোকপাত। লেমনিক লিখেছেন,

" Sure enough, when the Swedish scientists ran the experiment this time, the results were striking: when gay men were exposed to male pheromones, their hypothalamus lit up just like a woman's. Female hormones did nothing for them.

" What the study dose not show, however -despite what some scientists claimed - is that sexual preference is biologically hardwired and thus present from birth. That idea is pretty much accepted by most gays and many biologists as well. But it is refuted by those - generally on the religious right - who have a stake in believing that homosexuality is a personal choice rather than an inborn trait."

{Time, (Asian Edition) 23 May, 2005, p.42}

ধর্ম ও সমপ্রেমের সংঘাতের জায়গাটা কোথায়? আসুন এবার তা আলোচনা করা যাক।

পৃথিবীর প্রাচীনতম সংগঠিত ও বর্তমান ধর্ম হিন্দুধর্মে সমপ্রেম সম্পর্কে আশ্চর্য নীরবতা অবলম্বন করা হয়েছে। বলা যেতে পারে হিন্দুশাস্ত্র এই বিতর্ক সুনিপুণভাবে এড়িয়ে গেছে। সেকারণে বর্তমানকালে সমপ্রেম বিষয়ে হিন্দুধর্মের অবস্থান নিয়ে এক বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছে। হিন্দুশাস্ত্রে প্রেম ও কাম নিছক শরীররঞ্জনের উপায় না থেকে এক সনাতন শক্তির স্তরে উন্নীত হয়েছে। নরনারীর যে মিলন সন্তান উৎপাদনে সক্ষম তাকে জীবনের ধারা রক্ষার একটি মুখ্য উপায় বলে বর্ণনা করে তাকে এক পবিত্র কর্তব্যের পর্যায়ে পর্যবসিত করা হয়েছে। কিন্তু ধর্মসূত্রে বিবাহকে প্রজা (বংশরক্ষা), ধর্ম (কর্তব্যপালন) ও রতি (প্রিয় সাহচর্য) এই তিন উদ্দেশ্যের বিধেয় বলে বিধৃত হলেও হিন্দুদের প্রধান শাস্ত্রগুলি সরাসরি সমকামকে ঈশ্বর বিরোধিতা বলে গণ্য করেনি বা তার জন্য কঠোর শাস্তির বিধান দেয়নি। শোনা যায় বাৎস্যায়নের কামসূত্রেও সমকামিতা বিষয়ের একটি গোটা অধ্যায় নির্দিষ্ট করা ছিল। সেটিও রহস্যজনকভাবে অবলুপ্ত হয়। কিন্তু ভারতের বিভিন্ন মন্দিরের মিথুনমুর্তিগুলি পরিদর্শন করলে বেশ কিছু সমপ্রেম বিষয়ক মুর্তিও দেখা যাবে।

সমপ্রেম ও খ্রীষ্টধর্মের বিরোধ সর্বজনবিদিত। পৃথিবীতে সমপ্রেম সর্বাপেক্ষা বেশি নিন্দিত হয়েছে এই ধর্মেই অথচ প্রাচীন প্যাগানদের (যথা গ্রীক ও রোমান) বাদ দিলে সমপ্রেমের সর্বাধিক অনুশীলন এই মতাবলম্বীদের মধ্যেই দেখা যায়। মারলো, শেক্সপীয়র, বায়রণ, অস্কার ওয়াইল্ড, মাইকেলএঞ্জেলো, দ্য ভিঞ্চি থেকে হালের উইলফ্রেড ওয়েন, এলটন জন, জর্জ মাইকেল প্রমুখ বেশিরভাগ সমকামী সেলেব্রিটিই ছিলেন খ্রীষ্টান। ইহুদিধর্মে সমপ্রেমের অবাধ প্রচলন ছিল। আদি বাইবেলে তার অনেক সূত্র রয়েছে। মনে করা যেতে পারে প্যাগান ও ইহুদিদের থেকে স্বাতন্ত্র বজায় রাখার জন্য খ্রীষ্টীয় শাস্ত্রকারগণ এই সমপ্রেম বিরোধিতা আমদানি করেন।

ইসলামের বিভিন্ন বিভাগে (school) সমকাম সম্পর্কে বিভিন্ন মত পোষণ করা হয়েছে। কোথাও বিধেয় হয়েছে সামান্য দন্ড, তো কোথাও প্রস্তরাঘাতে হত্যারও বিধান দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু প্রশ্ন থেকেই যায় যে সমপ্রেমকে ধর্মগ্রন্থ আকারে ইঙ্গিতে ঈশ্বরের আইনবিরোধী বলেছেন, তা কতটা প্রকৃতির নিয়ম বিরোধী।

মনুষ্যেতর জীবের মধ্যে ৪৫০টিরও বেশি প্রজাতি সমকাম অনুশীলন করে। ২০০৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রকাশিত নিউ ইয়র্ক টামসের এক প্রতিবেদন বলে, সেখনকার সেন্ট্রাল পার্ক পশুশালায় একজোড়া পুরুষ পেঙ্গুইন নিজেদের সঙ্গী নির্বাচন করেছে। নিউ ইয়র্ক শহরে অনেক পেঙ্গুইনই এরূপ সমসঙ্গী নির্বাচন করেছে বলে খবরে প্রকাশ। হয়ত অনেকেই জানেন না বৈজ্ঞানিকরা পরীক্ষাগারে পরীক্ষা করে দেখেছেন, পেঙ্গুইন, গিরগিটি, ভেড়া, চিত্রিত হায়না (spotted hyena) বা বোতলনাক ডলফিনের মত প্রাণীও সমকামিতায় অভ্যস্ত। জাপান, জর্মানি পশুশালাগুলিতেও পেঙ্গুইনদের সমসঙ্গী নির্বাচন করে

নিতেও দেখা গেছে। সুতরাং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখলে মানবসমাজে সমকামিতা কোনো জৈব অস্বাভাবিকতা নয়, তা প্রাকৃতিক একটি প্রথামাত্র। তাই নিছক ধর্মীয় কুসংস্কারের বশে সমপ্রেমকে নিষিদ্ধ করে রাখা অযৌক্তিক।

সমকামিতা সম্পর্কে আরেকটি অভিযোগের জবাব না দেওয়াটা অন্যায়। অনেকে মনে করেন সমকামিতা একপ্রকার শরীতস্বর্ব্বস্বতা। এ অভিযোগ আমি অযৌক্তিক বলে মনে করি, আধুনিক ভোগবাদী সমাজে সমকাম অসমকাম সবেই একই প্রকার শরীরস্বর্ব্বস্বতা দেখা যায় না কি? এক হিসাব অনুযায়ী প্রতি চুয়ান্ন মিনিটে একজন নারী ধর্ষিতা হন। সে কি শরীরস্বর্ব্বস্বতার চরম উদাহরণ নয়? নিষিদ্ধ বস্তুকে পাবার আগ্রহ ও নিষিদ্ধ সমাজের গন্ডী সমকামীকে বিকারের পথে পরিচালিত করছে।

সমকামকে সমপ্রেম বলতে আমার কোন বাধা নেই। কারণ আমি স্বচক্ষে সমপ্রেমীদের ভালোবাসার যথেষ্ট উদাহরণ প্রত্যক্ষ করেছি। কলকাতার খ্যাতনামা মনস্তত্ববিদ ড. নীলাঞ্জনা সান্যাল কথাপ্রসঙ্গে একবার আমায় বলেছিলেন, সচিনকে দিয়ে জোর করে বাঁ হাতে ক্রিকেট খেলালে আমরা সচিনকে পেতাম না। কারণ তার প্রতিভার বিকাশের পথটিও এর দ্বারা বন্ধ হয়ে যেত। তেমনই যে সমকামী তাকে জোর করে অসমকামীতে পরিণত করা বোকামি। কারণ, সেই বিজ্ঞান। সমকাম মধুমেহরোগ নয় যে মিষ্টি নিষিদ্ধ করে তার চিকিৎসা করানো সম্ভব। আমার মতে, এ মানবচরিত্রের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য, যা খুব কম মানুষই পান। ভাবুন তো কি হত যদি শেক্সপীয়র তাঁর অপূর্ব সনেটগুচ্ছ রচনায় হাত না দিতেন, যদি মাইকেলএঞ্জেলো ও দ্য ভিঞ্চি তাঁদের অপূর্ব পুরুষমূর্তিগুলি না বানাতেন। মানব সংস্কৃতিকে সমপ্রেমিক মন যে অপূর্ব সম্পদ দান করেছে, তা কোন অংশে ন্যূন বা হীন নয়। একথা বুঝতে পেরিয়ে গেল দুটি সহস্রাব্দ।

তবে সুখের বিষয়, পৃথিবীব্যাপী সমকামীদের বিশাল আন্দোলনের চাপে মানুষের শুভবুদ্ধির উদয় ধীরে ও বিলম্বিত লয়ে হলেও হচ্ছে। পৃথিবীর প্রায় সকল প্রগতিশীল দেশে সমকামিতা আইনসিদ্ধ। বহুদেশ সে পথেই হাঁটছে। কলকাতার বুদ্ধিজীবি মহলে এ সম্পর্কে একটি পজিটিভ মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। তিলোত্তমা মজুমদার ‘চাঁদের গায়ে চাঁদ’ উপন্যাসে নারী সমকামিতার সমস্যাগুলি সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন। ভারতে দিল্লি, মুম্বাই বা চেন্নাই শহরে আজ সমকামীরা যেরকম সংঘবদ্ধ, কলকাতায় তা হয়েতো ঠিক এই মূহুর্তে সম্ভব হয়নি। তবে সাধারণ মানুষের এ সম্পর্কে ধারণা পাল্টাচ্ছে। প্রতি বছর জুন মাসে অনুষ্ঠিত সমকামী মানুষদের বিশাল পদযাত্রা ও তাদের প্রতি মিডিয়ার সংস্কারশূন্য মনোবৃত্তি অনেক আশা সঞ্চার করছে। সর্বোপরি ভারতের মহামান্য সুপ্রীম কোর্ট মাস কয়েক আগে ভারতীয় সংসদকে এক নির্দেশ দিয়ে সমকাম আইনসিদ্ধ করার পরামর্শ দেয়।

বাংলা বুদ্ধিজীবি মহলে সমকামিতা নিয়ে সচেতনতা কিঞ্চিত কম। সমকাম সম্পর্কে অযথা ভীতি ও অবৈজ্ঞানিক মধ্যযুগীয় ধারণা নির্মূল করার কাজে অগ্রসর হওয়া উচিৎ

বলেই আমি মনে করি। কারণ সন্ত্রাসবাদ ও মৌলবাদের মত কুসংস্কারও মানবতার এক প্রধান শত্রু। কবিগুরুর ভাষায়:

যে জাতি জীবনধারা অচল অসার
পদে পদে বাধে তারে জীর্ণ লোকাচার।

অর্ণব দত্ত
১১ আশ্বিন, ১৪১২
কলকাতা

সাহিত্য ও মুক্তমনা ইয়াহুগ্রুপের জন্য লিখিত